পলিসি ব্রিফ
৯৬/ ২০২০
অক্টোবর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন: বাংলাদেশে ই-জিপি'র কার্যকরতা বৃদ্ধিতে করণীয়

২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২ জুন থেকে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) প্রবর্তিত হয়। এটি 'সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট'-এর অধীনে একটি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। একইসাথে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন ২০১১' প্রণয়ন করা হয়, যা অনুসরণ করে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় বাধ্যতামূলক। প্রাথমিকভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু হয় - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)। ই-জিপি প্রবর্তনের প্রায় একদশক পর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি'র মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতির প্রেক্ষিতে টিআইবি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে, যা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।[১] এই পলিসি ব্রিফ উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে সময়ক্ষেপণ কমে যাওয়া, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া, তৃণমূল পর্যায়ের কার্যালয়ে ক্রয়ের সুবিধা, দেশের যেকোনো জায়গা থেকে দরপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি, দরপত্র জমা-সংক্রান্ত সমস্যা দূর হওয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি কমে গেছে, এবং সবার অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না, যেহেতু ই-জিপি'র ব্যবহার এখনো ক্রয়াদেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। গবেষণায় প্রাপ্ত গ্রেডিং অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সার্বিকভাবে ঘাটতিপূর্ণ এবং ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতায় অবস্থান উদ্বেগজনক। যেসব নির্দেশকে অবস্থান উদ্বেগজনক সেগুলো হচ্ছে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রাক-দরপত্র সভা, ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা, কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি, নিরীক্ষা, কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, এবং কাজের মান। ই-জিপি প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য - দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপি'র কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হলেও কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য (অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন) অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপি'র সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

সুপারিশ

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান
সার্বিক	
১. ই-জিপি'কে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও জনগুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ, সংশ্লিষ্ট সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান

[১]গবেষণা সংক্রান্ত সব নথির জন্য দেখুন,
https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/6138-governance-in-public-procurement-effectiveness-of-e-gp-in-bangladesh

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	
২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
৩. ই-জিপি পরিচালনার জন্য কাজের চাপ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়াতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
৪. ই-জিপি'র সাথে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রতি জেলায় সিপিটিইউ'র তত্ত্বাবধায়নে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট গঠন করতে হবে, যারা মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকাদার, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	সিপিটিইউ, সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
৫. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে তৈরি করতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
ই-জিপি প্রক্রিয়া	
৬. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে প্রাক-দরপত্র সভা নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
৭. ঠিকাদারদের একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যেখানে সকল ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ হালনাগাদ তথ্য থাকবে; কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যা সঠিক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।	সিপিটিইউ
৮. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে যা সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে।	সিপিটিইউ
৯. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে সব প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা করতে হবে।	সিপিটিইউ
ই-জিপি প্রক্রিয়া	
১০. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি ই-জিপি'র অধীনে শুরু করতে হবে।	সিপিটিইউ
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা	
১১. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী নিরীক্ষা করাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, হিসাব মহা নিরীক্ষকের কার্যালয় (সিএজি)
১২. দরপত্র সংক্রান্ত সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
১৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি'র সাথে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
১৪. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এর জন্য স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে তদারকির (কমিউনিটি মনিটরিং) চর্চা শুরু করা যেতে পারে। একইভাবে প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে গণশুনানি আয়োজন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh